34

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

# পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল ॥ শিক্ষকদের সরকারী অনুদান বন্ধ

*রেজানুর রহমান ॥ চলতি বছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় যে সকল বেসরকারী স্কুল ও কলেজের ফলাফল খারাপ হইয়াছে সেই সকল স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ আগামী ১ বছর বেতন-ভাতার সরকারী অনুদান পাইবেন না। দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের হার খুব কম হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২৩শে নভেম্বর শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারী অনুদান বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করিয়াছে। নির্দেশে বলা হইয়াছে, ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় যে সকল স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর পাসের হার ছিল শূন্য অর্থাৎ কেহই পাস করে নাই, সেই সকল স্কুলের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারী অনুদান আগামী এক বছরের জন্য স্থগিত থাকিবে। পরবর্তী বৎসরের পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। নির্দেশনামায় এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলা হয়, '১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় যে সকল কলেজে পাসের হার ছিল শতকরা ৫০-এর কম, সেই সকল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। এই ক্ষেত্রে কলেজের সকল শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। শুধুমাত্র যে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পাসের হার ছিল শতকরা ৫০-এর কম সেই* *(১১শ পৃঃ দ্রঃ)*

## পরীক্ষায় খারাপ

( ১ম পৃঃ পর )

সকল বিষয়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারী অনুদানের শতকরা ৪০ ভাগ আগামী এক বৎসর পর্যন্ত স্থগিত রাখা হইবে।

উল্লেখ্য, চলতি বছর এইচ, এস-সি পরীক্ষায় পাসের হার ছিল অত্যন্ত কম। ৫টি শিক্ষা বোর্ডে গড়ে শতকরা ২০ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করিয়াছে। সরকারী কলেজেও পাসের হার ছিল খুবই কম। একটি সূত্রের মতে, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করার কারণে বেসরকারী স্কুল ও কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলেও সরকারী স্কুল-কলেজের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। চলতি বছর প্রকাশিত ডিগ্রী পরীক্ষায় দেশের ২৬টি সরকারী ডিগ্রী কলেজের কেহই পাস করে নাই। অথচ এই কলেজগুলির ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। ফলে বেসরকারী কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বেতনের সরকারী অংশ কর্তন করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ায় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষে যে কোন বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত মানিয়া নিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বেতন-ভাতার সরকারী অংশ কর্তন করা হইলে শিক্ষকদের প্রতি অবিচার করা হইবে। কারণ, চলতি বছর পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হওয়ার পিছনে নানা কারণ ছিল। হরতাল-অবরোধ নানা কারণে ক্লাস ঠিক মত হয় নাই। ইহাছাড়া, প্রথমবারের মত অভিন্ন প্রশ্নমালায় সারাদেশ এইচ এস সি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিৎ ছিল এই বিষয়গুলি বিবেচনায় আনা।